মাদরাসা শিক্ষায় বিদ্যমান সমস্যা এবং তার সমাধানের উপায়

ড. মাওলানা এ কে এম মাহবুবুর রহমান

ল কামিল মাদ্রাসার অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে :
াদেশের উচ্চতর ইসলামী শিক্ষার মাধ্যম ফাযিল
ক), কামিল (স্নাতকোত্তর) মাদ্রাসাসমূহ।
াদেশের ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস বড় করুণ এবং কষ্টের
চাগান্তির। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছে গোটা
। মাত্র দু'টি কামিল মাদ্রাসা। একটি ঢাকা আলিয়া অপরটি
ট আলিয়া। তাও রাজপথে মিছিল করতে হয়েছে ছাত্র
ন জমিয়তে তালাবার আর শিক্ষক-কর্মচারীদের একক
ন জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের ত্যাগ-তিতিক্ষা, পুলিশের
পেটা, শত শত ছাত্র-শিক্ষকের রক্তের উপর প্রতিষ্ঠিত
ছ এ দু'টি সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা। বহু আন্দোলনের
সরকারী খাতায় নাম উঠেছে বগুড়া মোস্তাফাবিয়া আলিয়া
সার। কিন্তু তাতেও নেই আগের মতো শিক্ষার পরিবেশ।
ক সঙ্কট লেগেই আছে এ তিনটিতে। বর্তমানে ঢাকা
য়া, সিলেট আলিয়া ও বগুড়া মোস্তাফাবিয়া আলিয়া
সায় শিক্ষকের শূন্যপদের সংখ্যা শতাধিক। সিলেট
য়ায় ৫৪টি পদের মধ্যে বর্তমানে খালি আছে ৪০টি পদ।
ন কর্মচারীর মধ্যে বর্তমানে আছেন ৮ জন। তার মধ্যে
ন বিগত ৮ বছর থেকে বেতন না পাওয়ায় মানবেতর
যাপন করছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাধ্যমিক ও উচ্চ
। অধিদপ্তর এ প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষার ব্যাপারে কী
া দেবেন!. বহু বছর ধরে এ শিক্ষক সঙ্কট চলছে। বগুড়া
রী আলিয়া মাদ্রাসার অবস্থাও একই রকম। উন্নত শিক্ষার
যে মানের বিজ্ঞানাগার, গবেষণা কেন্দ্র, প্রকাশনা এ
ট থেকে আশা করে তার অবস্থা উল্লেখ করার মতো নয়।
। দুঃখজনক সংবাদ হলো, ঢাকা আলিয়ার শতাব্দীকালের
হ্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে বকশীবাজারে আলিয়ার খেলার
ই কারা অধিদপ্তর দখল করে নেয়ার পাঁয়তারা চালাচ্ছে।
আবেদন-নিবেদনের পরও সরকার তার সম্পত্তি রক্ষা
ত ব্যর্থ হচ্ছে। এটা কি জাতির জন্য কলঙ্ক নয়?

রকারী ফাযিল কামিল

াদেশে বর্তমানে মাদ্রাসা বোর্ড ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের
থেকে মঞ্জুরিপ্রাপ্ত ফাযিল মাদ্রাসার সংখ্যা ১ হাজার
টি এবং কামিল মাদ্রাসা ১৮৯টি। সর্বমোট ফাযিল ও
ল ১ হাজার ৪০৫টি মাদ্রাসা উচ্চতর দ্বীনী শিক্ষাক্রম
ালনা করছে। এসব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পেছনে বেশীরভাগ
ই অবদান পীর-মাশায়েখ আল্লাহর ওলীদের। তারা
নেই গিয়েছেন ভক্ত মুরিদদের উদ্বুদ্ধ করেছেন মক্তব-
সা প্রতিষ্ঠার। এসব মক্তব পর্যায়ক্রমে দাখিল, আলিমের
পেরিয়ে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা, শ্রম, রক্ত আল্লাহর রাস্তায়
র মাধ্যমে ফাযিলের পর কামিল পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।
। তিলে গড়ে ওঠা এসব প্রতিষ্ঠান সমাজে দ্বীনী শিক্ষার
া জ্বালানো, মসজিদ পরিচালনা, উন্নত চরিত্রবান নাগরিক
ার দানে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে।
। বেনিয়া গোষ্ঠী ও তাদের তস্য গোলামরা এ ঈমান
াদাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বারবার গলা টিপে হত্যা করার
চষ্টা করেছে, এখনো অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যার
সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাহীন এ শিক্ষাব্যবস্থা দ্বীনদার
ীল দানবীরদের দানের ওপর টিকে আছে। নিজেদের
উটা ও ক্রয় করা সম্পত্তি ওয়াকফ করে বছরের পর বছর
াও কোথাও যুগের পর যুগ শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্রদের
-খাওয়া প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো
য়ে রেখেছেন। অতীত সরকারসমূহ এসব মাদ্রাসায়
ংখ্যা কত তার কথা চিন্তা না করে বিশেষ শিক্ষা হিসেবে
াত্র অনুদান দিয়ে আসছে। ১৯৩৭ সালে জমিয়াত
ার পর ১৯৩৯ সালে মরহুম শেরেবাংলা এ কে ফজলুল
জমিয়াতের আন্দোলনকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষকদের জন্য
ক ৩ টাকা এবং কর্মচারীদের মাসিক ১ টাকা ডিয়ারনেস

এলাউন্স এবং তা তিন তিন মাস করে বছরে মোট ৪ কিস্তিতে প্রদানের ঘোষণা দেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হলে ৩ টাকা থেকে পাঁচ টাকা এবং কেরানী-কর্মচারীদের ১ টাকা থেকে ৩ টাকায় উন্নীত হয়। ১৯৫৭ সালে এ অনুদানের পরিমাণ ৫ টাকা থেকে ১০ টাকা এবং ৩ টাকা থেকে ৫ টাকা করা হয়। ১৯৬২ সালে মাওলানা এম এ মান্নান শিক্ষা ও স্থানীয় সরকার ডিপার্টমেন্টের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি হওয়ার পর তারই প্রচেষ্টায় অনুদান ১০ টাকা থেকে ২০ টাকায় উন্নীত হয়। ১৯৭০ সালে এডমিরাল আহসান গভর্নর হলে মাওলানা আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে জমিয়াতের তৎপরতায় অনুদান ২০ টাকা থেকে ৩০, ৩৫, ৪৫, ৫৫ এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অনুদান গড়ে ২০ টাকায় বর্ধিত করা হয়। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এ অবস্থা বিরাজ করে। ১৯৭৫ সালে বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের অনুদান গড়ে ১০০ টাকা ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের অনুদান ৬৫, ৭০ ও ৭৫ টাকায় উন্নীত করা হয়। এ সময় মাদ্রাসার সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করে তাদের অনুদান বাড়ানো হয়নি। ১৯৭৬ সালে জমিয়াতের ব্যাপক তৎপরতায় শিক্ষক-কর্মচারীদের পে-স্কেলের আওতাভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৮ সাল থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সংগ্রামী সভাপতি মাওলানা এম এ মান্নানের নেতৃত্বে মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ পর্যায়ের সকল শিক্ষক সংগঠনের সমন্বয়ে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন গঠনের মাধ্যমে পে-স্কেল অর্জন করার ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। ছাত্রদের মাঝে জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া, ইসলামী ছাত্র পরিষদ, জমিয়াতে হেজবুল্লাহ, তালামিযে ইসলামিয়াসহ অন্যান্য সংগঠনের সমর্থন, সক্রিয় সহযোগিতায় ১৯৮১ সালে শিক্ষক-কর্মচারীরা পে-স্কেলের আওতাভুক্ত হয়ে শতকরা ৫০% অনুদান লাভ করেন, যা ধাপে ধাপে বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলো, স্কুল-কলেজের জন্য ফিডার প্রতিষ্ঠান প্রাইমারি শিক্ষা রয়েছে যেখান থেকে লেখাপড়া করে ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে ভর্তি হচ্ছে। একই ধারায় মাদ্রাসা শিক্ষাকে ছাত্র সঙ্কট থেকে উদ্ধার করার জন্য মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে মোট ১৮ হাজারের অধিক স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের নথিভুক্ত হয়। কিন্তু মাদ্রাসা বিদ্বেষী আমলাতান্ত্রিক বিমাতাসুলভ মহলের প্রকাশ্য ও গোপন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ১৬ হাজার মাদ্রাসার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। যার ফলে মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে। অন্যদিকে ফাযিল ও কামিলের মান দেয়ার জন্য শতাব্দীকালের আন্দোলনের প্রতি অতীত সরকারগুলো কোনো কর্ণপাতই করেনি। জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ থাকলেও তা ফাইল চাপা পড়ে ছিল। অবশেষে বিগত সরকার দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলনের মুখে ফাযিল-কামিলের কাঙ্ক্ষিত মান দেয়ার জন্য মূল দাবী ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা তা থেকে মোড় ঘুরিয়ে একশ্রেণীর ঘোলা পানিতে মাছ শিকারীদের রাজনৈতিক অশুভ উদ্দেশ্যে দেয়া পরামর্শের ভিত্তিতে একটি সেকুলার বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচালিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আষ্টেপাসে মাদ্রাসা নামক অবহেলিত

শিক্ষাব্যবস্থাকে বন্দী করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। জমিয়াতুল মোদার্রেছীন মাদ্রাসা অঙ্গনের ছাত্র সংগঠন ও ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মিলিত আন্দোলন বিশেষ করে হযরত শাহজালালের উত্তরসুরি বীর মুজাহিদ মরহুম ছাহেব কেবলা ফুলতলী (রহঃ)-এর লংমার্চ ও জিহাদের ঘোষণার সামনে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য হয় সরকার। কথায় আছে 'যেহেতু জায়গা দেব না তাই ঘরে নয়, বারান্দায় থাক' ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষণা না দিয়ে দেশের ১ হাজার ৪০৫টি ফাযিল-কামিল মাদ্রাসাকে সীমান্তবর্তী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাসন দিয়েছে। মন্দের ভাল বলে পীর-মাশায়েখ ও আলেম-ওলামা এ সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছেন। তবে জমিয়াতুল মোদার্রেছীন মূল দাবী ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। ফাযিল ও কামিলের মান নিশ্চিত যেন হতে পারে সে জন্য জমিয়াত সর্বাত্মক সহযোগিতা করে যাচ্ছে। সমগ্র জাতি ফাযিল-কামিলের মান ঘোষণা এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, শরীয়াহ ফ্যাকালটির ডীনের বক্তব্য শুনে এবং কর্মতৎপরতা দেখে আশান্বিত হয়েছে। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ একটি সামান্য কাজের জন্য কক্সবাজার বা সিলেটের সীমান্ত থেকে কুষ্টিয়া গিয়ে কষ্ট স্বীকার করেও ধৈর্যের সাথে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কুচক্রী মহল বসে নেই। ফাযিল-কামিলের মানের কথা শুনলে যারা হাঁপিয়ে উঠেন, গায়ে জ্বর আসে, তারা সিদ্ধান্ত নেন যেহেতু মান ঠেকানো গেল না, মাদ্রাসার মৌলভীরা সচিব হবে, ঘুষখোরদের গলা টিপে ধরবে, দুর্নীতিবাজদের শ্রীঘরে পাঠাবে, এটা কি সহ্য করা যায়। তাই পরিকল্পনা এবার সমূলেই এ শিক্ষাব্যবস্থার কবর রচনা করতে হবে। তাই চলছে ষড়যন্ত্র যার কিছু নমুনা নীচে পেশ করছি :

ক. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পেশকৃত স্টাফিং প্যাটার্ন বাস্তবায়ন না করা : ফাযিল ও কামিল ইবি'র অধীনে ন্যস্ত হওয়ার পর এ দু'শ্রেণীর কারিকুলাম ও সিলেবাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মানে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। ফাযিল পূর্বের ২ বছরের স্থলে বর্তমানে ৩ বছরের কোর্স চালু করা হয়েছে। কামিল শ্রেণীর সিলেবাস কলেবরে বৃদ্ধি হয়েছে। নতুন সিলেবাস অনেক দীর্ঘ ও ফাযিল ৩ বছরের সিলেবাস হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী ফাযিল-কামিল মাদ্রাসায় বহুসংখ্যক অতিরিক্ত শিক্ষক প্রয়োজন। সেই সঙ্গে লাইব্রেরিয়ান, পিয়ন, অফিস সহকারী সব পদে লোকবল বাড়ানো প্রয়োজন। ইবি অর্ডিন্যান্সে যতটুকু না হলেই নয় ততটুকুই প্রস্তাব করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো কোর্স বেড়েছে, অতিরিক্ত শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তাও তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ২ বছর থেকে কামিলের নতুন নিয়োগ, এমপিওভুক্তিকরণ বন্ধ করে দিয়েছে। দীর্ঘ ২ বছর ধরে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ বন্ধ থাকায় এবং একই মাঝে বহু শিক্ষকের ইন্তেকাল ও অবসর গ্রহণজনিত কারণে প্রতিটি মাদ্রাসায় ১০ থেকে ১৪ জন শিক্ষক-কর্মচারীর অভাব প্রকট আকা[illegible]রণ করেছে। এছাড়াও বহু মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ,

উপাধ্যক্ষ পদ, অবসর ও মৃত্যু ইত্যাদি কারণে খালি হয়ে
যাতে নিয়োগ সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, অধ
নেই! শিক্ষক নেই! কর্মচারী নেই! সেসব পদ পূরণ ক
সুযোগও নেই, সিলেবাস দীর্ঘ, কোর্স এক বছর বৃদ্ধি- এ
কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে! এটা কি কর্তৃপক্ষ একবারও ভে
দেখেছেন! কয়েক দিন আগে একটি কামিল মাদ্রাসার ভার
অধ্যক্ষ বললেন, তার মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ নেই, মুহাদ্দিস নে
ফকীহ নেই, মুফাসসির নেই। সব মিলিয়ে ১১টি পদ দীর্ঘ
যাবৎ শূন্য। তিনি আক্ষেপ করে বললেন, 'শিক্ষা স
মহোদয়, শিক্ষা ভবনের ডিজি মহোদয় মানসম্মত শি
নছিহত করেন অথচ তাদের কথার সাথে কাজের মিল
দেখে বড়ই দুঃখ হয়'। তার প্রশ্ন, 'এর নামই কি মানস
শিক্ষা'? সরকার শিক্ষক-কর্মচারী না দিয়ে, 'ঢাল ন
তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার' করে রেখে আর কত
মানসম্মত শিক্ষার নছিহত করবেন? ইবতেদায়ীর পে-
দেবেন না!
শিক্ষার মানের জন্য শিক্ষক-কর্মচারী ও প্রয়োজনীয় সাম
ব্যবস্থা করবেন না!
আবার ফাযিল ৩০ জন পাস করাই লাগবে! যারা এ শর্ত জু
দিয়ে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলো গলা টিপে হত্যা করতে
তাদের সন্তানরা কয়জন মাদ্রাসায় পড়েন? তার আত্মীয়রা
মাদ্রাসায় কোনদিন উঁকি মেরে দেখেছেন? হ্যাঁ! যুক্তি
চমৎকার! অল্প কয়েকজন ছাত্রের জন্য সরকার এত টাকা খ
করবেন কেন? এ কেন'র জবাব কী হবে নিজেরাই ভে
দেখুন। আগে ছাত্র ভর্তির পরিবেশ করুন, ফাযিল পরী
দিয়ে বিসিএস'র সুযোগ নেয়ার সময় দিন, প্রয়োজ
শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করে এমপিওভুক্ত করুন, ইবতেদ
মাদ্রাসাগুলো জাতীয়করণ করুন, তারপর ছাত্রসংখ্যার
দিন। এছাড়া মনে রাখতে হবে একটি এলাকায় যদি ফাযিল
জন ছাত্রও পাস করে তাতেও জাতির কল্যাণ। কারণ ত
তো মোক্তাদি হওয়ার জন্য পড়ালেখা করেননি, তারা
মসজিদের খতীব হয়ে হাজার হাজার মানুষকে সত্য প
দিশা দেবেন, শিক্ষক হয়ে মহান দায়িত্ব পালন করবে
বিশেষ শিক্ষার বিশেষ কাজের কথা ভেবে এ শিক্ষাকে বি
নজরে দেখুন তাহলে জবাব পেয়ে যাবেন। বিদেশী প্রভু
গ্লাস দিয়ে দেখে এ দেশের মাটি ও মানুষের সাথে য
বেঈমানী করতেও প্রস্তুত আছেন, তারা একটু ভাবুন এ দে
ষড়যন্ত্রকারী, বিদেশীদের দালালদের নয়, এ দেশ হযর
শাহজালাল, হযরত খানজাহান, হাজী শরীয়তউল্লাহ, তিতু
(রহঃ)-এর। এ দেশ হযরত নেছারউদ্দিন শর্ষিনী, ছা
কেবলা ফুলতলী (রহঃ)-এর। তাই খোঁড়া যুক্তি ও অজুহ
দেখিয়ে তিলে তিলে গড়ে ওঠা ফাযিল-কামিল মাদ্রাসাসমূহ
সমূলে উৎপাটন করার ষড়যন্ত্র থেকে বিরত থাকাই হ
বুদ্ধিমানের কাজ। যারাই দ্বীনী শিক্ষা নিয়ে বাড়াবাড়ি কর
ইতিহাস তাদের ক্ষমা করেনি, করবেও না। তাই এ বিষ
একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানের জন্য মন্ত্রণালয়, ইবি
জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের যৌথ বৈঠকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্র
এখন সময়ের দাবী। অন্যথায়, ফাযিল-কামিল মাদ্রাসাগু
নোটিশ দিয়ে বন্ধ করার প্রয়োজন হবে না এমনিতেই অতীত
১ হাজার ৭০৪টি নিউস্কিম মাদ্রাসার মতো এগুলো সম
বিবর্তনে ধাপে ধাপে বন্ধ হয়ে যাবে। এ দেশের ওলামা
কেরাম, পীর-মাশায়েখ, দ্বীনদার বুদ্ধিজীবী এবং সচে
মুসলিম জনগোষ্ঠী কি এ ষড়যন্ত্র চলতে দেবেন! সরকার কি
সমস্যার দ্রুত সমাধানে এগিয়ে আসবেন? এটাই জাতির প্র
(অসমা

লেখক : উপাধ্যক্ষ, মদিনাতুল উলুম মডেল ইনঃ মহিলা
কামিল মাদ্রাসা,
সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন